



## 10070 - বদিাতী উৎসব পালন

### প্রশ্ন

ঈদে মলিাদুননবী, শশিুদরে জন্মদনি, মা দবিস, কথিবা বৃক্ষরোপন-সপ্তাহ ইত্যাদি উদযাপন করার বধিান কি?

### প্রযি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

### এক:

স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বছর ঘুরে, মাস ঘুরে কথিবা সপ্তাহ ঘুরে যে সম্মলিন বার বার ফরিে আসে সেটাই ঈদ বা উৎসব। ঈদ নমিনোক্ত বশেষ্টগলোক্ে অন্তর্ভুক্ত করে: পুনঃ পুনঃ ফরিে আসে এমন দনি; যমেন- ঈদুল ফতির ও জুমার দনি। ঐ দনিে সম্মলিন ঘট। ঐদনিে যে কর্মগুলো করা হয় সেগুলো ইবাদত শ্রণীর কথিবা প্রথাগত।

### দুই:

এ দবিসগুলোর মধ্যযে যে দবিস দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ইবাদত ও নকৈট্য হাছলি কথিবা সওয়াব অর্জনরে জন্য সম্মান প্রদর্শন কথিবা যে দবিসরে ক্ষত্রে জাহলেি যুগরে লোক বা তাদরে মত অন্য কাফরে গোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় সেগুলো নব-উদ্ভাবতি ও ননিদনীয় বদিাত এবং সেটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নমিনোক্ত বাণীর মধ্যযে পড়ে যাবে “যে ব্যক্তি আমাদরে শরযিতে এমন কছি চালু করবে যা শরযিতে নইে সেটো প্রত্যাখ্যাত।”[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

এর উদাহরণ হছে- ঈদে মলিাদুননবী, মা দবিস, জাতীয় দবিস ইত্যাদি পালন করা। এগুলোর মধ্যযে প্রথমটিতে এমন এক ইবাদত এর নবপ্রচলন রয়ছে আল্লাহ যার অনুমোদন দনেনি। এছাড়াও এর মধ্যযে খরসিটান ও অন্যান্য কাফরেদরে সাথে সাদৃশ্য রয়ছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির মধ্যযে কাফরেদরে সাথে সাদৃশ্য রয়ছে।

পক্ষান্তরে, যে সব দবিসগুলো পালনরে উদ্দেশ্য হছে- উম্মতরে কল্যাণ সাধনে তাদরে কর্মে শৃঙ্খলা আনা, পাঠদানরে সময়সূচী বনিয়স্ত করা, কর্মকর্তাদরে মটিং এর সময়সূচী বনিয়স্ত করা ইত্যাদি যগুলো মূলতঃই আল্লাহর নকৈট্য, তাঁর ইবাদত, কথিবা সম্মানপ্রদর্শনরে সাথে সংশ্লেষ্ট নয় সেগুলো হছে- অভ্যাসগত বদিাত; যগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “যে ব্যক্তি আমাদরে শরযিতে এমন কছি চালু করে যা শরযিতে নইে সেটো প্রত্যাখ্যাত” এর অধিুক্ত হবে না। তাই সেগুলোতে দোষরে কছি নইে।



আল্লাহ্ই উত্তম তাওফিকদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরজিন ও তাঁর সাহাবীবর্গের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষতি হোক।